সুলতানপুর মেথর পল্লীর শিশুশিক্ষার অবস্থা

আর্থিক সংকট, পারিবারিক অসচেতনতা, শিক্ষার ব্যাপারে অনীহা, সহপাঠীদের কটুক্তি, বখাটেদের উৎপাতের কারণে ফেনীর সুলতানপুর বস্তির মেথর পল্লীর শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সচেতনতামুলক উদ্যোগ, বেতন মওকুফ করলে এখানকার বঞ্চিত শিশুরা লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

ফেনী পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের সুলতানপুরের এ বস্তিতে ৩৫টি পরিবার রয়েছে। এখানে পৌরসভার পরিচ্ছন্নকারী সেবকদের বসবাস। স্থানীয়ভাবে তার নাম দেওয়া হয়েছে মেথর কোয়ার্টার। পুরো বস্তিতে রয়েছে মোট ১৫২টি পরিবার, তার মধ্যে মেথর কোয়ার্টারে রয়েছে ৩৫টি। বস্তিতে সর্বমোট শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩০০ জন, তার মধ্যে মেথর কোয়ার্টারে শিশুর সংখ্যা হবে প্রায় ১২০ জন। মেথর পল্লীতে স্কুল গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা প্রায় ১০০ জন। এদের মাঝে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জন শিশু বিদ্যালয়ে যায়, বাকিরা তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। মেথর পল্লীর সর্বোচ্চ শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত।

সুলতানপুর এলাকার শিশুদের শিক্ষার জন্য রয়েছে ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি ব্র্যাক পরিচালিত বিদ্যালয় ও ১টি মাদ্রাসা। মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ নেই। ফলে অনেকে প্রাথমিক শিক্ষার গণ্ডি পার হওয়ার পর আর লেখাপড়া করা সম্ভব হয় না।

মেথর পল্লী থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দুরে ফেনী জি. এ একাডেমী ও ফলেশ্বর এলাকায় রয়েছে ল্যাবরেটরি হাইস্কুল। স্কুলগামী শিশুদের মাঝে সুলতানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় ১৪ জন শিশু, ব্র্যাক প্রি-প্রাইমারি স্কুলে যায় ৭ জন, বাকিরা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে।

মেথর পল্লীর শিশুদের শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে আর্থিক সংকট, পারিবারিক অসচেতনতা ও শিশুদের লেখাপড়ার প্রতি অনীহা। অধিকাংশ শিশু তাদের পারিবারিক সংকটের কারণে বিদ্যালয়ে যায় না বলে জানা যায়। মেথর কলোনির বাসিন্দা মনিবালা হরিজন জানান, পৌরসভার চাকুরি করে পনের'শ টাকা বেতন পাই। এই টাকা দিয়ে পরিবারের ভরণ-পোষণ করা সম্ভব হয় না। সেখানে আবার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া কীভাবে করাব? শিশুদের স্কুলবিমুখতার আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। এখানকার অধিকাংশ অভিভাবক অসচেতন। আর্থিক সংকটের কথা বললেও অধিকাংশ শিশুর পিতামাতা লেখাপড়ার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। ব্র্যাক স্কুলের শিক্ষিকা মনোয়ারা আক্তার জানান, আমরা শিশুদেরকে বই, খাতা, কলম দিচ্ছি, তার পরও অভিভাবকরা শিশুদেরকে স্কুলে পাঠান না।

মেথর কোয়ার্টারের শিশুদের বিদ্যালয়ে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। গ্রামসমাজের যে সকল শিশুদের সাথে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করা হয়, তাদের অনেকে মেথরের ছেলেমেয়ে বলে কটুক্তি করে। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া শিমু রেশী হরিজন (১০) জানায়, স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাদেরকে খুব আদর করেন। তবে অনেক ছাত্র-ছাত্রী তাদেরকে মেথরের মেয়ে বলে কটুক্তি করে। অষ্টম শ্রণী পর্যন্ত পড়ুয়া মেথর কোয়ার্টারের সর্বোচ্চ শিক্ষিত শিশু সেলিনা (১৬) জানায়, জিএ একাডেমীতে পড়ার সময় সে কখনো নিজের কোয়ার্টারের পরিচয় বলেনি। সে বলত, সুলতানপুর গ্রাম থেকে আসি।

শিশুদের লেখা পড়ার মত পরিবেশও সেখানে নেই। সকাল হওয়ার পুর্বে তাদের অভিভাবকরা শহর পরিচ্ছন্ন করতে বের হয়ে পড়েন। কোয়ার্টারে ফিরে হয়তো গৃহস্থলী কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। আবার কেউ কেউ মদ তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে যান। এসব কারণে শিশুদের সুরক্ষার ও লেখাপড়ার ব্যাপারে তাদের খেয়ালই থাকে না। ফলে শিশুরাও গৃহের বাহিরে সময় কাটায় বেশি। স্কুলে যাওয়ার বয়স হলেও আর স্কুলের প্রতি তাদের আগ্রহ দেখা যায় না।

জাতিসংঘ শিশুদের অধিকারবিষয়ক সনদপত্রে শিশুর শিক্ষার অধিকারের কথা বলা হয়েছে জোরালোভাবে অথচ

সুলতানপুরের মেথর কোয়ার্টারের শিশুরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হ”ছে। শিক্ষাবঞ্চিত এই শিশুরা একসময় ঝুঁকিপুর্ণ শ্রমে জড়িয়ে পড়ে। ছোট ছোট অপরাধমুলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। রাজনৈতিক দলের মিছিলে অংশগ্রহণ করে। পরে তাদের মেথর থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হ”ছে না।

সুলতানপুর বস্‌তির মেথর কোয়ার্টারের শিশুদের লেখাপড়ার বিষয়ে সুলতানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুন্নী পাল জানান, এখানে অনেক মেধাবী শিশু রয়েছে। এদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলে একদিন এরা দেশ ও জাতির কল্যাণে আসবে। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হ”ছে এদের অসচেতনতা।

শিশু, অভিভাবক, শিক্ষক ও এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে যে সকল সুপারিশ উঠে আসে তা হ”ছে–

১. অভিভাবকদের সচেতন করতে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।
২. জনপ্রতিনিধি শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহায্য বৃদ্ধি করতে হবে।
৩. লেখা পড়ার খরচ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে মওকুফ করতে হবে।
৪. বখাটেদের বির”দ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

রিপোর্টটি তৈরি করেছেন : মোর্শেদ হোসেন, সাজেদা আক্তার সিমু, নাজমুল হক শামীম ও উম্মে কুলসুম